ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

DL- No.-03 /Date:29/02/2025 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১২১ ● কলকাতা ● ২২ বৈশাখ, ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● ০৬ মে ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

রাষ্ট্রপতি শাসন কী? কেনো করা যায় জারি?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

মুর্শিদাবাদ ও তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রপতি শাসনের বিতর্ক। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা থেকে রাজ্যপাল সকলের মুখেই উঠল ওই এক দাবি। কিছুদিন আগেই অশান্তি কবলিত মুর্শিদাবাদে গিয়েছিলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। সরেজমিনে খতিয়ে দেখে স্থানীয়দের আশ্বস্ত করেছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে জানানোর।

এরপর ৬ পাতায়

পাকিস্তানকে 'উচিত শিক্ষা', যুদ্ধ বাঁধলে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক চাপে পড়বে ভারত?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

পহেলগাঁও জঙ্গি হামলায় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাতের দাবিতে ফুঁসছে গোটা দেশ। যদিও কূটনৈতিক পদক্ষেপ ছাড়া এখনও পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ রেখার ওপারে কোনও রকম পদক্ষেপ করতে দেখা যায়নি ভারতীয় সেনাকে। যদিও গত কয়েকদিনে একে একে তিন বাহিনীর প্রধান ও শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর ম্যারাথন বৈঠক উসকে দিয়েছে যুদ্ধের জল্পনা।

বর্তমান সময়ে ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলির রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট অনেকখানি বদলে গিয়েছে। শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, মায়ানমারে ক্ষমতা বদল হয়েছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিতে বইছে ভারতবিরোধী চোরাস্রোত। এই পরিস্থিতিতে প্রতিবেশীদের সঙ্গে কূটনৈতিক স্বার্থরক্ষায় ধীরে চলো নীতি নিয়েছে মোদি

এরপর ৩ পাতায়

মৃত্যুঞ্জয় সরদারের নয়টি বইয়ের মধ্যে
কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে
পাঁচটি বই পাওয়া যাচ্ছে।
অন্যান্য বইগুলো সব বিক্রি হয়েছে।

কলেজ স্ট্রিটে
পাওয়া যাচ্ছে বইগুলোর নাম

ঈশ্বরী কথা আর মাতৃ শক্তি কলেজ স্ট্রিট কেশব চন্দ্র স্ট্রিটে, অশোক পাবলিশিং হাউসে

মনে পড়ে কলেজ স্ট্রিট দিব্যজ্ঞান প্রকাশনী হাউসে

সুন্দরবন ও সুন্দরবনবাসি বর্ণপরিচয় বিল্ডিংয়ে উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দিরে

কলেজ স্ট্রিট সারাদিন পাবলিকেশনের পাওয়া যাচ্ছে
আর্তনাদ নামের বইটি।
এই বইটি অনলাইনে বুক করলে পোস্ট অফিসে বাড়ি পৌঁছে যাবে।

যোগাযোগ নম্বর ৯৫৬৪৩৮২০৩১

BHABANI CHILD INSTITUTE
Estd.: 1993
ADMISSION IS GOING ON

• Nursery class for academic year 2025 will commence from Wednesday, 4th December, 2024.

• Number of seats is limited. Parents are informed to contact the below mobile numbers for further information.

ADMISSION TIME- 9 AM TO 1 PM.

CONTACT- 9083249944, 9083249933, 9083249922

সাংবাদিকদের সম্মান জানাতে কড়াখবরের পক্ষ থেকে কলম সৈনিক সম্মান প্রদান

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

2 রা মে বিশ্ব সংবাদপত্র স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে জনপ্রিয় সংবাদপত্র কড়াখবরের পক্ষ থেকে কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ভবনে এক আলোচনাচক্র ও সাংবাদিকদের কলম সৈনিক সম্মান প্রদান করা হোল। এই উপলক্ষ্যে এদিন উপস্থিত ছিলেন উদ্বোধক স্বামী আত্মবোধানন্দজী মহারাজ সম্পাদক বিশ্ববাণী (রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের মুখপত্র)। এছাড়াও প্রধান অতিথির পদ অলঙ্কৃত করেন প্রেসক্লাব কলকাতার সম্পাদক কিংশুক প্রামাণিক। বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মুখ্য সাংবাদিক আনন্দ বাজার পত্রিকা শ্যামলেন্দু মিত্র, ডানকুনি প্রেসক্লাবের সভাপতি দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত জাতীয় শিক্ষক বিবেকানন্দ চক্রবর্তী, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও পরিবেবিদ সোমেন্দ্রমোহন ঘোষ, শিক্ষাবিদ মলয় কুমার পাল,আর্যভট্ট ফাউন্ডেশন এর সভাপতি অনিমেষ শাস্ত্রী, রতন ব্যানার্জী রুরাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির কর্ণধার ভোলা সামুই সহ অন্যান্যরা। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী রিমি দে পাত্র। এদিনের আলোচনাচক্রের বিষয় ছিল " সংবাদপত্র কি সত্যিই স্বাধীন?" স্বাগত ভাষণে পত্রিকার সম্পাদক সাংবাদিক কৃষ্ণ প্রসাদ পাত্র আলোচনার মূল সুরটি বেঁধে দেন।প্রত্যেকের বক্তব্যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কিভাবে খর্ব হচ্ছে তাই ভেসে ওঠে।এদিনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যাঁরা নিরলসভাবে নিজেদের জীবন বিপন্ন করে সংবাদ সংগ্রহ করেন তাঁদের কলম সৈনিক সম্মান প্রদান করা।এদিন কড়াখবরের পক্ষ থেকে 35 জন সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদ এবং সাহিত্যিকদের কলম সৈনিক সম্মানে মানপত্র ও স্মারক দিয়ে সম্মানিত করা হয়।এছাড়াও সমাজে যাঁরা নিভৃতে থেকে নীরবে সমাজসেবা করে যাচ্ছেন তাঁদের মধ্যে থেকে কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এদিন মানব মিত্র সম্মান প্রদান করা হোল। সব মিলিয়ে এদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চ ছিল সমাজকে অনুপ্রাণিত করার এক জ্বলন্ত প্রয়াস।

মেমারিতে আম বোঝাই গাড়ি পুকুরে, ২ জনের মৃতদেহ উদ্ধার, নিখোঁজ ১

কৃষ্ণ সাহা, পূর্ব বর্ধমান, ৫ মে ২০২৫

পূর্ব বর্ধমানের মেমারির বোহারের সোনাডাঙ্গা এলাকায় রবিবার রাতে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। রাত প্রায় দশটা নাগাদ কালনা-বর্ধমান রোড ধরে বর্ধমানের দিকে যাওয়ার সময় একটি আম বোঝাই ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে পুকুরে উল্টে যায়।

স্থানীয় বাসিন্দারা বিকট শব্দ শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং দ্রুত উদ্ধার কাজ শুরু করেন। খবর দেওয়া হলে মেমারি থানার পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।

পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা টিমের সদস্যরা একটানা তল্লাশি চালিয়ে গাড়ির ভেতর থেকে দু'জনের মৃতদেহ উদ্ধার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতদের নাম রাজারাম (৩০) এবং সুভাষ (৩৩), এবং তারা উভয়েই উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা।

স্থানীয় সূত্রে খবর, গাড়িটিতে আরও একজন ব্যক্তি ছিলেন। সোমবার সকাল থেকেও নিখোঁজ ওই ব্যক্তির সন্ধানে পুকুরে তল্লাশি অভিযান চলছে।

এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ভাতারের কালুকতাক গ্রামে জার ভর্তি বোমা উদ্ধার, এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য

কৃষ্ণ সাহা, পূর্ব বর্ধমান, ৫ মে ২০২৫

পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার থানার কালুকতাক গ্রামে গোরস্থানের পাঁচিলের পাশে জার ভর্তি বোমা উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

সোমবার সন্ধ্যায় আনুমানিক সাড়ে পাঁচটা নাগাদ এই বোমাগুলির সন্ধান মেলে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভাতার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে যে জারের মধ্যে প্রায় সাত থেকে আটটি বোমা থাকতে পারে।

পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে ইতিমধ্যেই বোম ডিসপোজাল স্কোয়াডকে খবর দেওয়া হয়েছে। তাদের দল এসে বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করার কাজ শুরু করবে।

এই বোমাগুলি কোথা থেকে এলো, তা নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে নানান প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। ঘটনার জেরে এলাকায় আতঙ্ক ও কৌতুহল সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, বোম ডিসপোজাল স্কোয়াডের কাজ শেষ হওয়ার পরই তারা এই বিষয়ে বিস্তারিত তদন্ত শুরু করবে।

(১ম পাতার পর)

পাকিস্তানকে 'উচিত শিক্ষা', যুদ্ধ বাঁধলে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক চাপে পড়বে ভারত?

সরকার। সেখানে এই যুদ্ধ সবকিছু ওলটপালট করে দিতে পারে। যা মোটেই সুবিধাজনক হবে না ভারতের জন্য। কূটনীতির লড়াইয়ে সেক্ষেত্রে অনেকখানি খোলা মাঠ পেয়ে যাবে প্রতিদ্বন্দ্বী চিন।

গোটা পরিস্থিতি বিচার করলে সরাসরি যুদ্ধের চেয়ে ভারতের জন্য উচিত পদক্ষেপ হবে পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক ভাবে পঙ্গু করে দেওয়া। কিংবা যে ছকে কাশ্মীরে হামলা চালানো হয়েছে ঠিক তেমনই পন্থায় অধিকৃত কাশ্মীরে ঢুকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রবল আঘাত হানা। গোটা পরিস্থিতি বিচার করে মোদি সরকার ঠিক সেটাই করতে পারে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, তবে কী ১৯৭১, ১৯৯৯-এর মতো সরাসরি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামছে ভারত? না কী সাম্প্রতিক অতীতে যেভাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক' চালিয়েছে সেনা, তেমনই কিছু হতে চলেছে এবারও! প্রকৃত প্রশ্ন হোলো, যদি যুদ্ধ শুরু হয়, অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক দিক থেকে তা কতটা প্রভাব ফেলবে ভারতের উপর?

প্রবল ঝড়ের আগে প্রকৃতি যেমন আশ্চর্যরকম শান্ত হয়ে যায়, বর্তমানে ঠিক সেই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ভারত ও পাকিস্তানে। দুই দেশের মধ্যে চলতে থাকা উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি সামাল দিতে মাঠে নেমেছে গোটা বিশ্ব। ইউরোপ, আমেরিকা, প্রতিবেশী চিন এমনকী ৭১-এর যুদ্ধে ভারতের অন্যতম সহযোগী রাশিয়াও ভারতকে পরামর্শ দিয়েছে যুদ্ধ এড়িয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের। যদিও দেশের প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সরাসরি 'বদলা'র হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর জানিয়ে দিয়েছেন, 'ভারত উপদেশ চায় না, সঙ্গ চায়।' পাশাপাশি গতকালই প্রতিরক্ষামন্ত্রী বার্তা দিয়েছেন, "দেশ যা চাইছে, সেটাই হবে।" দিল্লির ৭ লোককল্যাণ মার্গে যেভাবে তৎপরতা শুরু হয়েছে তা যুদ্ধের আশঙ্কাকে আরও বেশী উস্কে দিচ্ছে।

এ অবস্থায় বিশেষজ্ঞদের দাবি, প্রচণ্ড আঘাত হেনে পাকিস্তানের মাটিতে গেড়ে বসা সন্ত্রাসের শিকড় পুরোপুরি উপড়ে ফেলা ভারতের জন্য একান্ত প্রয়োজন। যদিও তা করার জন্য মেপে পা ফেলা উচিত নয়াদিল্লির। এটাও ভেবে দেখা উচিত, বর্তমান পরিস্থিতিতে এমন পদক্ষেপ কতটা সঠিক হবে ভারতের জন্য। বিশেষজ্ঞদের দাবি, বর্তমান সময়ে সরাসরি সামরিক যুদ্ধের চেয়ে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক পথে পাকিস্তানকে ভাতে মারাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। ইতিমধ্যেই পাকিস্তানের সঙ্গে সিন্ধু জলবণ্টন চুক্তি স্থগিত ও 'শত্রুর' সঙ্গে সমস্ত রকম বাণিজ্য বন্ধ করা হয়েছে। ওয়াকিবহাল মহলের দাবি, এই পদক্ষেপই পাকিস্তানের জন্য এক বিরাট ধাক্কা। ওই নদীর উপর বাঁধ নির্মাণ করলে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশ বিরাট জলসংকটের মুখোমুখি হবে। যা আর্থিকভাবে কার্যত অন্ধ করে দেবে পাকিস্তানকে। অন্যদিকে, বিশ্ব বাণিজ্যে বর্তমান সময়ে ভারত এশিয়ার মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় রয়েছে। আমেরিকা ও চিনের মধ্যে চলা বাণিজ্য যুদ্ধ ভারতকে সুযোগ করে দিয়েছে এশিয়ায় বাণিজ্যের অন্যতম হাব হয়ে ওঠার। এতদিন যে জায়গা অধিকার করে রেখেছিল চিন। ট্রাম্পের শুল্কের বোঝা এড়াতে ভারতে ঢুকতে আগ্রহী বহু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সংস্থা। সেক্ষেত্রে দেশ যদি যুদ্ধ বিধ্বস্ত হয় তবে সবার আগে ধাক্কা খাবে দেশের বাণিজ্য। পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হলে বাণিজ্যিক ও বিরাট অর্থনৈতিক ক্ষতির আশঙ্কাও করছেন বিশেষজ্ঞরা।

পাশাপাশি যুদ্ধ যদি শুরু হয় তাহলে মুসলিম বিশ্ব ও চিনের প্রত্যক্ষ সমর্থন পাবে পাকিস্তান। এই সমর্থন যুদ্ধকে টেনে নিয়ে যেতে পারে অনন্ত পথে। রাশিয়া-ইউক্রেন বা গাজা-ইজরায়েলের ক্ষেত্রে যেমনটা হয়েছে। ভারতের আর্থিক উত্থান স্তব্ধ করে দিতে, বিশ্বের বহু শক্তিধর দেশ ঠিক এমনটাই চায়। সেক্ষেত্রে পাকিস্তানকে পরোক্ষ মদত যোগাবে সেই দেশগুলি। বর্তমান সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলির সঙ্গে ভারতের যে সুসম্পর্ক তৈরি হয়েছে তা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাও এড়িয়ে যাওয়া যাচ্ছে না। যুদ্ধে বন্ধু দেশ হিসেবে রাশিয়া ও ইজরায়েলকে অতীতের মতো এবারও ভারত পাশে পেলেও তাদের থেকে কতখানি সামরিক সহযোগিতা ভারত পাবে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কারণ দুই দেশই বর্তমানে যুদ্ধরত। একক লড়াইয়ে পাকিস্তানকে পিঁপড়ের মতো পিষে ফেলতে সক্ষম ভারত। তবে যুদ্ধ শুরু হলে সে লড়াই যে অতীতের মতো একক লড়াই হবে না, তা বেশ বুঝতে পারছে বিশেষজ্ঞমহল।

পরিযায়ী শ্রমিকদের নির্যাতনের জন্য কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এপিডিআর এর প্রতিবাদ মিছিল ডায়মন্ড হারবার শহরে

ডায়মন্ড হারবার

বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে রাজ্য সরকার আগেই নানা পদক্ষেপ করেছে। সেটা পোর্টালে নাম নথিভুক্ত থেকে শুরু করে উদ্ধার কাজে সাহায্য এবং অঘটন ঘটলে ওই পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারকে এককালীন টাকা দিয়ে সাহায্য করা। কিন্তু এখন অভিযোগ উঠছে ভিন্ন রাজ্যে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর নির্যাতন করা হচ্ছে। আর সেই বিভিন্ন স্থানে বাঙালি শ্রমিকদের উপর নিপীড়ন এবং অধিকার খর্ব হওয়ার প্রতিবাদে এপিডিআর (A P D R) বিভিন্ন স্থানের পাশাপাশি ডায়মন্ড হারবার শহরে মিছিল ও প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছে।এদিন ডায়মন্ড হারবার নতুন পোল থেকে এসডিও পর্যন্ত এক প্রতিবাদ মিছিল বের করেন। এই মিছিলে শ্রমিক সংগঠন,ও রাজনীতিক দল ভুলে অন্যান্য সাধারণ মানুষ অংশ নেয়। ডায়মন্ড হারবার শাঁখা এপিডিআর এর সদস্য শহিদুল্লাহ গায়েন জানান, ভিনরাজ্যে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর নির্যাতন করা হচ্ছে। আর এগুলি করা হচ্ছে বেশিরভাগই বিজেপি শাসিত রাজ্যে। আর এসব যারা করছে সেসব দোষীদের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবিতে এপিডিআর এর এই প্রতিবাদ মিছিল। এপিডিআর তাদের অভিযোগ, বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর নির্যাতন করা হচ্ছে। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, ওড়িশার মতো বিজেপি শাসিত রাজ্যেই সেগুলি চলছে। তাঁদের উপার্জনের অর্থ এবং আধার কার্ড–সহ নানা পরিচয়পত্র কেড়ে নেওয়া হচ্ছে,এগুলির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করুক কেন্দ্র।

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

পাকিস্তানকে বাঁচাতে করাচি পৌঁছল তুর্কি যুদ্ধজাহাজ টিসিজি বায়ুকাডা

পহেলগাঁওকাণ্ডের জেরে আরত যে কোনও মুহূর্তে প্রত্যাঘাত করতে পারে এমন আশঙ্কায় ভয়ে কাঁটা হয়ে রয়েছে পাকিস্তান সরকার। ইসলাম বিপন্ন বলে চিৎকার করে মুসলিম দেশগুলিকে এগিয়ে আসার অনুরোধ জানিয়েছেন পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। আর সেই অনুরোধে সাড়া দিয়ে পাকিস্তানকে বাঁচাতে যুদ্ধজাহাজ পাঠালেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইপে এর্ডোয়ান।সূত্রের খবর, শুধু তুরস্ক নয়, পাকিস্তানের পাশে দাঁড়াচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ মুসলিম দেশ। তার মধ্যে যেমন রয়েছে সৌদি আরব, তেমনই রয়েছে কাতার-ইরান। আগামিকাল সোমবারই (৫ মে) ইসলামাবাদে আসছেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাগচ্চি। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারি, প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা রয়েছে তাঁর। ইসলামাবাদের পাশাপাশি দিল্লিও যাওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। ভাতের বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন। চরম সঙ্ঘাতের রাস্তায় যাতে না হাঁটে দুই দেশ সেই চেষ্টা চালাবেন তিনি।রবিবারই (৪ মে) ওই যুদ্ধজাহাজ টিসিজি বায়ুকাডা করাচি বন্দরে ভিড়েছে। আর তাতেই উল্লসিত পাক নৌসেনার আধিকারিকরা। তাদের মতে, আরব সাগর থেকে ভারতের নৌসেনার হামলা রুখতে তুর্কি যুদ্ধজাহাজই যথেষ্ট। প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ভারতীয় নৌসেনার আক্রমণ রুখতেই করাচি বন্দরে যুদ্ধজাহাজ পাঠিয়েছে তুরস্ক।

বরাবরই পাকিস্তানের সঙ্গে তুরস্কের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তুরস্কের অস্ত্রের অন্যতম প্রধান ক্রেতা পাক সেনাবাহিনী। শাহবাজ শরিফের দেশের সেনার অস্ত্রভাণ্ডারে যুদ্ধবিমান থেকে শুরু করে অত্যাধুনিক ড্রোন, এমনকি যে সমস্ত ডুবোজাহাজ রয়েছে তার অধিকাংশই তুরস্কের। পহেলগাঁও কাণ্ডের পরেই পাক সরকারের তরফ থেকে তুরস্ক থেকে প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র কেনা হয়েছে। ওই অস্ত্র রক্ষা ইজারাও নিয়েছে তুর্কি সরকার।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(আঠারোতম পর্ব)

,ওই দেখো জলে মরা ভেসে যাচ্ছে নিয়ে এসো দুজনে খাওয়া যাবে।তাই শুনে শেয়াল বলে আমি কি রাজার মতো বোকা নাকি যে রানীর কথায় প্রাণ দেব। রাজামশাই সে কথা শুনতে পেয়ে রানীকে সেথায় ফেলে রেখে দৌড় দেয়। রানী কাঁদতে কাঁদতে নদীর ধারে থেকে যান।এই ভাবে অনেক দিন পার হয়ে যায়।এদিকে দেখতে দেখতে আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথি এল, রানী দেখলেন নদীর ঘাটে শঙ্খ, ঘন্টা, ধুপ ধুনো দিয়ে কারা কি সব করছে। রানী এগিয়ে এসে মেয়েদের জিজ্ঞাসা করলেন তারা কি করছে, তখন তারা বলে আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

পরিযায়ী শ্রমিকদের নির্যাতনের জন্য কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এপিডিআর এর প্রতিবাদ মিছিল ডায়মন্ড হারবার শহরে

অন্যদিকে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর কোনওরকম নির্যাতন বরদাস্ত করা হবে না বলেই আগেই জানিয়ে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপর থেকে বিষয়গুলির উপর নজর রাখা হচ্ছে। এবার থেকে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। বাংলার শ্রমিকদের অভিযোগ গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হোক।এই পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর নির্যাতন নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। নানা অভিযোগ সামনে আসতে শুরু করেছে। তাদের দাবি, বিজেপি দেশে ক্ষমতায় আসার পর ২০১৪ সালের পর থেকে নানা রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচার বেড়েছে,এটা পরিকল্পিত হামলা। মূলত গুজরাট, মহারাষ্ট্র, ওড়িশায় কাজ করতে যাওয়া বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকরা আতঙ্কিত। স্থানীয় এক শ্রমিক জানান কোভিডের সময়ে বাংলার সরকার দায়িত্ব নিয়ে নানা রাজ্য থেকে ফিরিয়ে এনেছিল তাঁদের। এই বিষয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার অত্যন্ত সংবেদনশীল। বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর নির্যাতন অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার। তাই পদক্ষেপ করুক কেন্দ্র বলে আবেদন করেন তারা।এই প্রতিবাদ মিছিলে শ্রমিকদের অধিকার, মজুরি বৃদ্ধি, চাকরি নিরাপত্তা এবং অন্যান্য দাবিগুলি উত্থাপন করা হয়।

সতীপীঠের অন্যতম কামাখ্যা

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

পৃথিবীর সৃষ্টির সময় থেকে প্রকৃতি বা আদি এক শক্তি কাজ করছে আজও যা আমরা অনেকে মানি এবং মানিও না অনেকেই। তাই ঈশ্বরী শক্তিকে অনেকে বিশ্বাস করে, অনেকে আবার করে ও না।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বিএসএফ থান্টস মেজর চোরাচালান বিড, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ₹ ৩.৩৮ কোটি মূল্যবান মাদক জব্দ করেছে

জেলা - মুর্শিদাবাদ, ৫ মে ২০২৫

বিএসএফ দক্ষিণবঙ্গ সীমান্তের অধীনে ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর অবস্থিত ৭১ ব্যাটালিয়ন সীমান্ত ফাঁড়ি খান্দুয়ার সজাগ ও সতর্ক জওয়ানরা পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলায় একটি বড় চোরাচালান প্রচেষ্টা বানচাল করে একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। অপারেশন চলাকালীন, জওয়ানরা ১.০৬০ কেজি মেথাক্যালোন (প্রায় ৩,১৮,০০,০০০ ডলার মূল্যমান) এবং ১০০ গ্রাম হেরোইন (প্রায় ২০,০০,০০০ ডলার মূল্য) পুনরুদ্ধার করে, যার ফলে মোট ৩,৩৮,০০,০০০ ডলার মোট আনুমানিক মান সহ মাদকদ্রব্য চোরাচালান রোধ করে।

গতকাল, ২০২৫ সালের ৪ ই মে, পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার ইন্দো-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে অবস্থিত বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের ৭১ টি ব্যাটালিয়নের বোপ খান্দুয়ার সতর্ক সেনা বাহিনী, প্রায় আড়াইটা নাগাদ আধিপত্য লাইনের পিছনে দু'জন সন্দেহজনক ব্যক্তির চলাচল পর্যবেক্ষণ করে। জওয়ানরা তৎক্ষণাত্ টর্চ লাইট ঝলকানি করে তাদের থামার জন্য সতর্ক করেছিল, তবে সন্দেহজনক উভয় ব্যক্তিই দ্রুত নিকটবর্তী গ্রাম অ্যাট্রোসিয়ার দিকে পালিয়ে যায়। তাদের ধরার জন্য সৈন্যদের সর্বোত্তম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, ব্যক্তিরা অন্ধকার এবং কাছের বাড়িগুলির সরবরাহিত কভারটির সুবিধা নিয়ে পালাতে সক্ষম হন।

ঘটনার পরপরই বিএসএফ জওয়ানরা এই অঞ্চলে একটি বড় অনুসন্ধান অভিযান চালিয়েছিল। ঝোপঝাড় এবং আশেপাশের জায়গাগুলির নিবিড় ঝাড়ু চলাকালীন জওয়ানরা একটি প্লাস্টিকের ব্যাগ উদ্ধার করেছিল। ব্যাগটি খোলার পরে, তারা দুটি প্যাকেট ব্রাউন টেপে জড়িয়ে দেখতে পেল। প্রথম প্যাকেটে হালকা হলুদ গুঁড়ো ভরা ১০ টি ছোট সেলোফেন প্যাকেট রয়েছে, যা প্রাইমা ফ্যাসি একটি মাদকদ্রব্য পদার্থ হিসাবে উপস্থিত হয়েছিল। দ্বিতীয় প্যাকেটে দুটি অতিরিক্ত সেলোফেন প্যাকেট রয়েছে, একটি ব্রাউন পাউডার দিয়ে ভরা এবং অন্যটি হালকা হলুদ গুঁড়ো দিয়ে রয়েছে। পুনরুদ্ধার করা প্যাকেটগুলি তৎক্ষণাত জব্দ করে পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। বিশ্লেষণের পরে, পদার্থগুলি হেরোইন (১০০ গ্রাম) এবং মেথাক্যালোন (১.০৬০ কেজি) হিসাবে ইতিবাচক পরীক্ষা করে। হেরোইনের আনুমানিক মানটি ২০,০০,০০০ ডলার, যখন মেথাক্যালোনটির মূল্য প্রায় ৩,১৮,০০,০০০ ডলার।

জব্দকৃত মাদকদ্রব্যগুলি সমস্ত প্রয়োজনীয় আইনী আনুষ্ঠানিকতা শেষ করার পরে যথাযথভাবে প্রাসঙ্গিক কর্তৃপক্ষের হাতে দেওয়া হয়েছে।

দক্ষিণবঙ্গ সীমান্তের জনসংযোগ কর্মকর্তা, এই ঘটনা সম্পর্কে বিশদ সরবরাহ করার সময় বলেছিলেন যে এটি মাদক সেবনের বিরুদ্ধে চলমান লড়াই এবং ইন্দো-বাংলাদেশ সীমান্তে চোরাচালান রোধে প্রচেষ্টায় এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। সমস্ত কৃতিত্ব সাহসী বিএসএফ জওয়ানদের কাছে যায়, যারা দিনরাত সজাগ থাকে, প্রতিটি চোরাচালানের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করার জন্য পুরোপুরি উৎসর্গীকৃত। বিএসএফ জওয়ানদের সতর্কতা এবং দ্রুত পদক্ষেপের কারণে, চোরাচালানকারীদের মনোবল ক্রমাগত ভেঙে যাচ্ছে, যা বিএসএফের পক্ষে একটি বড়

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

কামাল' দেখাবে ভারতীয় সেনা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

অর্জন।পহেলগাঁওয়ে হামলার পর থেকে আরও তালিতে ঠেকেছে ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্ক। পড়শি দেশের সঙ্গে ইতিমধ্যেই সব সম্পর্ক ছিন্ন করেছে ভারত। তৈরি হচ্ছে পাল্টা জবাব দেওয়ার জন্যও। এর আগেও নৌ-সেনা যুদ্ধজাহাজ, সাবমেরিন ও ভারতীয় নৌসেনার হেলিকপ্টারের একসঙ্গে ছবি দিয়ে পাকিস্তানকে শক্তি প্রদর্শন করেছিল।এদিকে, ভারত-পাক যুদ্ধের আবহেই ভারতীয় সেনার কাছে চলে এসেছে নতুন মারণাস্ত্র। রুশ নির্মিত ইগলা-এস মিসাইল (I কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জরুরি ভিত্তিতে সেনার জন্য রাশিয়ার নির্মিত এই এয়ার ডিফেন্স মিসাইলের অর্ডার দেয়। ২৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই নয়া অস্ত্র হাতে পেয়েছে সেনা। বস্তুত, পহেলগাঁওয়ে হামলার ঘটনার পর থেকেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং সকলেই পাকিস্তানকে কড়া বার্তা দিয়ে বলেছিলেন, 'কাউকে রেয়াত করা হবে না।' এই বার্তার পর থেকে কূটনৈতিক ভাবে পাকিস্তানকে বয়কট করেছে এ দেশ। সেই আবহের মধ্যে এবার স্থলবাহিনীর এই মহড়া নিতান্তই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।বায়ুসেনাও নিজের শক্তি প্রদর্শন করেছে। এরই মধ্যেই জানা যাচ্ছে, রাতের অন্ধকারে বড়সড় সেনা মহড়া করতে চলেছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। রবিবার রাত ৯ টা থেকে এই মহড়া শুরু হবে।

সেনা সূত্রে খবর, ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের একদম লাগোয়া ফিরোজপুর ক্যান্টনমেন্টে এই সামরিক মহড়া দেবে ভারতীয় সেনাবাহিনী। সম্পূর্ণ অন্ধকার করে দিয়ে ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় এই মহড়া চালাবে সেনা। মূলত রাতের অন্ধকারে সীমান্ত পেরিয়ে জঙ্গল বা পার্বত্য এলাকায় হামলা করতে হলেই এই ধরনের রাতের অন্ধকারে মহড়া দেয় সামরিক বাহিনী। সেই বিষয়টিকে মাথায় রেখেই এই মহড়ার সিদ্ধান্ত নিল ভারতীয় সেনা। যা বর্তমান আবহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(১ম পাতার পর)

রাষ্ট্রপতি শাসন কী? কেনো করা যায় জারি?

বিগত কয়েক বছরে বিশেষ করে ২০২০ সালের পর থেকে নানা তর্কে-বিতর্কে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির দাবি তুলেছেন বিরোধীরা। কখনও NRC ঘিরে কলকাতায় আন্দোলন। কখনও আবার সন্দেশখালী শাহজাহানের দাপট। সাম্প্রতিককালে ভোট-পরবর্তীকালীন হিংসা-সহ মুর্শিদাবাদের ঘটনা প্রতি ক্ষেত্রেই বিরোধীদের মুখে উঠে এসেছে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার দাবি। তবে জানেন কি, এই বাংলাতেও স্বাধীনতার পর চার চারবার জারি হয়েছিল ৩৫৬ অনুচ্ছেদ।

প্রথমবার, বাংলায় ৩৫৬ জারি হয় স্বাধীনতার দুই দশক পর ১৯৬৮ সালে সে বার মোট ১ বছর ৫ দিন স্থায়িত্ব থাকার পর ১৯৬৯ সালে উঠে যায় কড়াকড়ি। যুক্তফ্রন্টের মধ্যে তৈরি হওয়া সংঘর্ষ ও রাজ্যজুড়ে অচলাবস্থা এই দুই কারণই রাষ্ট্রপতি শাসনের নির্দেশে বাড়তি অক্সিজেন জুগিয়েছিল। সেই বার ৩৫৬ ওঠার আবার এক বছরের মধ্যে ১৯৭০ সালে আবার ১ বছরের বেশি সময়ের জন্য দ্বিতীয়বার বাংলায় জারি হয়ে যায় রাষ্ট্রপতি শাসন। নিজের সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেন মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায়। এরপরই নতুন সরকার তৈরি করার জন্য তৎপর হন তৎকালীন রাজ্যপাল। কিন্তু পরিস্থিতি সামাল না দিতে পেরে সুপারিশ দেন ৩৫৬ জারি করার।

১৯৭১ সালে এপ্রিল মাসে দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি শাসন উঠে যেতেই আবার দু'মাসের মধ্যে ফের একই কাণ্ড। নতুন করে রাজ্যে জুড়ে সরকারের 'নাটক'। যার জেরে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে পর পর তৃতীয়বারের জন্য জারি হয় ৩৫৬। বাংলায় শেষ ও চতুর্থবার রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়েছিল সত্তরের দশকের শেষার্ধে। ১৯৭৭ সালে দু'মাসের জন্য। সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের শাসনকালীন রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ঘিরেই সে বার আবার নতুন করে জারি হয়েছিল ৩৫৬।সূত্রের খবর, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে মুর্শিদাবাদের ঘটনা নিয়ে একটি রিপোর্ট পাঠিয়েছেন সি ভি আনন্দ বোস। ওই রিপোর্টেই পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে সংবিধানের ৩৫৬ অনুচ্ছেদ লাগুর সুপারিশ করা হয়েছে। পাশাপাশি, গোটা রিপোর্ট জুড়ে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার খতিয়ানও তুলে ধরেছেন তিনি। এমনকি, গোটা ঘটনাকে পূর্বপরিকল্পিত বলে আখ্যান দিয়ে রিপোর্টে রাজ্যপালের দাবি, ধর্মীয় পরিচয় নির্বিশেষে রাজনৈতিক শোষণ হয়েছে। শাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়লে কেন্দ্রীয় সরকারকে হস্তক্ষেপ করারও কথা বলেছেন তিনি।

রাজ্যপালের এই রিপোর্টের পর থেকে নতুন করে সরগরম হয়েছে রাজ্য রাজনীতি। গোটা বিষয়টি সামনে আসার পরে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষের দাবি, 'রাজ্যপালের রিপোর্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। রাজনৈতিক দায় থেকেই এই রিপোর্ট পাঠিয়েছেন তিনি। উনি জানেন, মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। ফলে অবনতির প্রসঙ্গই আসে না।'

পাল্টা রাজ্যপালের সুপারিশকে স্বাগত জানিয়েছে বঙ্গ বিজেপি। এদিন রাজ্য বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'আমরা এবার এটা একটা ফলাফল চাই। রাজ্যপাল বলেছেন, আবারও কিছু হলে রাষ্ট্রপতি শাসন করা হোক। রাষ্ট্রপতি শাসন জারির আবেদনের ক্ষেত্রে যে ধরনের নির্দিষ্ট সুপারিশের প্রয়োজন হয়, আমার মনে হয় না এক্ষেত্রে সেটা রয়েছে। তবে রিপোর্টটি স্বাগত জানানোর মতো।'

রাজ্যপালের 'সুপারিশের' পর বঙ্গের রাজনৈতিক আয়নায় ফের একবার ভেসে উঠেছে রাষ্ট্রপতি শাসনের প্রতিবিম্ব। কোন পথে যাবে কেন্দ্র? একটা রিপোর্টেই কি শাসনক্ষমতা হারাবে রাজ্য প্রশাসন? উঠছে একাধিক প্রশ্ন।

জেনে নেওয়া যাক কী এই অনুচ্ছেদ ৩৫৬? কীভাবেই বা লাগু হয় এটি?

সংবিধানের ৩৫৬ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির বিধান রয়েছে। কোনও রাজ্য সাংবিধানিক ব্যবস্থা ব্যর্থ হলে সেখানে এই ৩৫৬ জারির সুপারিশ দিয়ে থাকেন রাজ্যপাল। যা হয়েছে বাংলাতেও। কিন্তু রাজ্যপাল সুপারিশ করলেই কি লাগু হয়ে যায় ৩৫৬? এই প্রসঙ্গে কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি দেবাশিষ কর গুপ্ত জানিয়েছেন, ঠিক তেমনটা নয়। রাজ্যপালের সুপারিশের পর গোটা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন রাষ্ট্রপতি। রাজ্যপালের যুক্তি অকাঠ্য মনে হলেই এই ভিত্তিতে একটি ঘোষণা করতে পারেন তিনি। তবে সেই রাষ্ট্রপতি অনুমোদিত সেই প্রস্তাব সংসদের উভয়কক্ষেই পেশ করতে হয়। সেখানে অনুমোদন পেলে তবেই একটি রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়। তারপর সেই ভিত্তিতে রাজ্যের শাসনভার চলে যায় রাজ্যপাল ও ঘুরপথে কেন্দ্রেরই হাতে। এই সময়কালে স্থগিত হয়ে যায় রাজ্যের বিধানসভা।

কিন্তু কত দিন পর্যন্ত স্থায়িত্ব রাষ্ট্রপতি শাসনের? সংবিধান বলছে, সর্বোচ্চ ৩ বছর পর্যন্ত একটি রাজ্যকে রাষ্ট্রপতি শাসনের আওয়াত রাখা সম্ভব। তবে প্রতি ছয় মাস অন্তর সেই ৩৫৬ অনুচ্ছেদ তখনও জারি থাকার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কিনা সেই প্রসঙ্গে সংসদের তরফে অনুমোদন নেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি চাইলে সংসদের সেই সম্মতির প্রয়োজন হয় না।

অনেকেই রাষ্ট্রপতি শাসনকে জরুরি অবস্থার মিশিয়ে থাকেন। কিন্তু জরুরি অবস্থা একটা গোটা দেশজুড়ে হয় আর রাষ্ট্রপতি শাসন কোনও নির্দিষ্ট রাজ্যে। জরুরি অবস্থার ব্যাপ্তি অনেকটা বেশি। যা দেখেছে ভারত। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ইন্দিরা গান্ধীর সরকার ঘুরপথে নিজেদের হাতে ক্ষমতার রাশ ধরে রাখার জন্য গোটা দেশজুড়ে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছিল। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসন মোটেই তেমনটা। এক্ষেত্রে ব্যাপ্তী শুধু রাজ্যেই সীমিত থাকে।

তবে রাষ্ট্রপতি শাসন কি সমস্ত অচলাবস্থা সমাধানের একমাত্র পথ?

তেমনটা ঠিক নয়। রাষ্ট্রপতি শাসন যেমন সমাধানের রাস্তা টেনে থাকে। ঠিক তেমনই এই ব্যবস্থা নিয়ে সমালোচনাও রয়েছে অনেক। যেমন, ২০১৬ সালে অরুণাচল প্রদেশে ৩৫৬ ধারা প্রয়োগে অপব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু রাজ্যপালের সেই সুপারিশ কার্যত বিতর্কিত। পাশাপাশি, ৩৫৬ ধারা কেন্দ্রের হাতে একাধিপত্য তুলে দিয়ে থাকে। সুপ্রিম কোর্টে ১৯৭৭ সালে রাজস্থান বনাম ভারত সরকার মামলাতে সেই প্রসঙ্গ উঠে এসেছিল বিচারপতিদের রায়ে। বলা হয়েছিল, ভারতীয় সার্বভৌমত্বে একক পক্ষপাতকে তুলে ধরে এই অনুচ্ছেদ।

জানেন বাংলার মধ্যেই রয়েছে পাকিস্তান কলোনি, বাসিন্দারা তুললেন বড় দাবি

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

পহেলগাঁও ঘটনার পর থেকে যুদ্ধের আবহ তৈরি হয়েছে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে। ভারত তৈরি হচ্ছে পড়শি দেশকে উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্য। ইতিমধ্যেই পাকিস্তানকে কূটনৈতিকভাবে বয়কট করেছে ভারত। পাকিস্তানের পতাকা পুড়িয়ে চলেছে প্রতিবাদ। এই আবহের মধ্যে এবার নাম বদলের দাবি উঠল শিলিগুড়িতে।এ প্রসঙ্গে বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চের দাবি, আজ এলাকায় জাতীয় পতাকা লাগিয়ে ভারতমাতার পুজো হবে। আজ থেকে এলাকার নাম দেওয়া হবে ভারত মাতা মোড়। এ নিয়ে বিডিওকেও স্মারক লিপি দেওয়া হবে।

শিলিগুড়ির মাটিগাড়ায় অবস্থিত মোড়ের নাম পাকিস্তান মোড়। কলোনির নাম পাকিস্তান কলোনি। এলাকার বাসিন্দারাই নাম পরিবর্তনের দাবি জানিয়েছেন। এলাকার একাংশ বাসিন্দাদের বক্তব্য, খাতায় কলমে এই এলাকার নাম বিশ্বাস পাড়া। তার থেকে তিনশো মিটার এগোলেই একটা মোড়। তার নাম পাকিস্তন মোড়। ভারত-পাক যুদ্ধের আবহে এবার এই এলাকার নামবদলের ডাক দিচ্ছেন বাসিন্দারা।

পুলিশের খাতাতে পাকিস্তান মোড় মদ, গাঁজা, ড্রাগসের কারবারের জন্য কুখ্যাত। এলাকায় কাউকে জিজ্ঞাসা এই কথা তারা একবাক্যে স্বীকার করেন। বিশ্বাস কলোনির বাসিন্দাদের বক্তব্য, মুখে মুখেই এই নাম। গোটা কলোনি এখন পাকিস্তান কলোনি। বিশ্বাস কলোনি নামে কেউ চেনে না। মুখে বলেনও না। স্থানীয় এক ব্যক্তি বলেন, "পাকিস্তান কলোনি বলে। পাকিস্তান মোড় বলে। এই নামটা লোকের দেওয়া। আসল নাম তো ছিল বিশ্বাস কলোনি। আমরা তো চাই নাম বদলে যাক। লোকজন হঠাৎ করেই পাকিস্তান কলোনি বলা শুরু করে। তারপর থেকে চলছে।" পথ চলতি এক বাইক আরোহী বলেন, "আমরা চাই না পাকিস্তান কলোনি বলে চিনুক। বিশ্বাস কলোনি বলে কেউ চেনে না। আমাদের আধার কার্ড-ভোটার কার্ড সব ভারতের অথচ কি না মুখে বলে পাকিস্তান কলোনি।"

দেশ যা চাইছে সেটাই হবে: রাজনাথ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

কবে পাকিস্তানকে পহেলগাঁও-কাণ্ডের জবাব দেবে ভারত, সেই অপেক্ষায় গোটা দেশ। সেই আবহে এবার পাকিস্তানকে কড়া হুঁশিয়ারি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের। আজ দিল্লিতে একটি অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'যারা দেশের বিরুদ্ধে চোখ তুলে তাকিয়েছে তাদের যোগ্য জবাব দেওয়ার দায়িত্ব আমার।' প্রত্যাঘাতের জল্পনাও উসকে তিনি বললেন, 'দেশ যা চাইছে সেটাই হবে।'

বন আমাদের ফুসফুস, বন জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে, দুর্যোগ মোকাবিলা করে এবং প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষকে সাহায্য করে, বললেন উপ-রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ০৫ মে, ২০২৫

উপ-রাষ্ট্রপতি শ্রী জগদীপ ধনখড় বলেছেন, বন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বন আমাদের ফুসফুস। যদি একটি দেশের বন ভালো অবস্থায় থাকে, তা হলে সেই দেশের জনগণের স্বাস্থ্য যথাযথ থাকে। কৃষি আমাদের জীবনরেখা। আমরা বনের প্রয়োজনীয়তা যথাযথভাবে বুঝতে পারি না। বন জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে। বিপর্যয় কম করতে বিশেষ করে, দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর জনগণের জন্য জীবিকা নির্বাহের কাজেও সাহায্য করে বন।

সিরসির বন বিভাগের কলেজে আয়োজিত জাতি গঠনে বনাঞ্চলের ভূমিকা শীর্ষক একটি অনুষ্ঠানে শিক্ষক ও পড়ুয়াদের সঙ্গে আলাপচারিতায় অংশ নেন উপ-রাষ্ট্রপতি। শ্রী ধনখড় সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, আমাদের বন রক্ষা করার জন্য সম্ভাব্য সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে। কারণ, জলবায়ু পরিবর্তন বিশ্বব্যাপী চ্যালেঞ্জ। উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, স্থায়িত্ব কেবলমাত্র অর্থনীতির জন্য নয়, সুস্থ জীবনযাপনের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। প্রাকৃতিক সম্পদ আমরা কোনোভাবেই নির্বিচারে শোষণ করতে পারি না। আমাদের নিজেদেরকে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় জিনিসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিৎ। সকলকেই এই বিষয়ে

এরপর ৮ পাতায়

সম্মেলন ও প্রদর্শন সংক্রান্ত শিল্প (MICE) ভারতে অর্থনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং উন্নতমানের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে : কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রী শ্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত

নয়াদিল্লি, ০২ মে, ২০২৫

রাজস্থানের জয়পুরে চতুর্দশ গ্রেট ইন্ডিয়ান ট্র্যাভেল বাজারের অনুষ্ঠানের ফাঁকে রাজস্থান সরকারের পর্যটন দপ্তর এবং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যৌথভাবে কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রক 'মিট ইন ইন্ডিয়া' কনক্লেভের আয়োজন করে। এই কনক্লেভে ভাষণ দেওয়ার সময় কেন্দ্রীয় পর্যটন ও সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত বলেন, ভারতে মিটিংস, ইনসেন্টিভস, কনফারেন্সেস ও একজিবিশন্স(MICE) অর্থাৎ সম্মেলন ও প্রদর্শন সংক্রান্ত শিল্প দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই শিল্প উন্নতমানের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করবে বলেও তাঁর অভিমত। শ্রী শেখাওয়াত বলেন, এ দেশের অর্থনীতির উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক মানের পরিকাঠামো এবং সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সমর্থনের কারণে ভারতের এই শিল্প আন্তর্জাতিক স্তরে চালিকাশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। দেশের বিভিন্ন রাজ্যের এই সুযোগকে কাজে লাগানো উচিত বলে তাঁর অভিমত।

MICEএর কথা বিবেচনা করে ভারত মণ্ডপম, যশোভূমি, জিও ওয়ার্ল্ড সেন্টারের মতো বিভিন্ন সম্মেলন কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। দেশের কমপক্ষে ১০টি শহরকে MICE শিল্পের জন্য বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় গন্তব্য শহর হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে রাজস্থানের মতো বিভিন্ন রাজ্য নানা সম্মেলন আয়োজন করার ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় গন্তব্য হয়ে উঠেছে। এই অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক স্তরের বিভিন্ন MICE সংস্থার ৩০০-র বেশি প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ২০২৪ সালে ভারতে এই শিল্প থেকে প্রায় ৫ হাজার কোটি মার্কিন ডলার রাজস্ব আয় হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে ১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে এই রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ১০ হাজার কোটি মার্কিন ডলারে পৌঁছবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিগত এক দশকে ভারতের সড়ক, রেলপথ, জলপথ ও বিমান পরিবহণে পরিকাঠামোর মানোন্নয়ন ঘটানো হয়েছে। এই সময়কালে প্রায় ২৫ লক্ষ হোটেলের ঘর নির্মিত হয়েছে।

নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারপার্সন শ্রী সুমন বেরী বলেন, জি-২০ গোষ্ঠীর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী যে লক্ষ্য বেঁধে দিয়েছিলেন, এখন সেই লক্ষ্য অর্জন করতে হবে। রাজস্থানের উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী দিয়া কুমারী এবং ওড়িশার উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী প্রভাতী পারিদা সম্মেলনে MICE শিল্পের গন্তব্য হিসেবে নিজ নিজ রাজ্যের বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করেন। ফিকি-র প্রাক্তন সভাপতি ডঃ জ্যোৎস্না পুরী জানান, জি-২০ সম্মেলনে ভারত তার যে দক্ষতা প্রদর্শন করেছে, তার মধ্য দিয়ে MICE শিল্পের আদর্শ গন্তব্য হিসেবে দেশ নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে। এই সম্মেলনের পর রাজস্থানে জয়পুর একজিবিশন অ্যান্ড কনভেশন সেন্টার (জেইসিসি)-এ দু'দিনব্যাপী জিআইটিবি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে।

মহা-ইভি মিশনকে সহায়তার জন্য সাতটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাছাই করা হয়েছে

নয়াদিল্লি, ৫ মে, ২০২৫

মিশন ফর অ্যাডভান্সমেন্ট অফ হাই ইম্প্যাক্ট এরিয়াজ অন ইলেক্ট্রিক ভেহিকেলস বা মহা-ইভি প্রকল্পে সহায়তার জন্য অনুসন্ধান ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন বা এএনআরএফ সাতটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পকে বাছাই করেছে। এএনআরএফ-এর জাতীয় কর্মসূচির আওতায় এই প্রকল্পগুলি ভারতে বৈদ্যুতিক গাড়ি সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করবে। মূলত তিন ধরনের বিষয়বস্তু নিয়ে এই প্রকল্পগুলিতে কাজ করা হবে। এগুলি হল –

(১) ট্রপিক্যাল ইভি ব্যাটারি অ্যান্ড ব্যাটারি সেলস (টিভি-১),

(২) পাওয়ার ইলেক্ট্রনিক্স, মেশিন্স অ্যান্ড ড্রাইভস বা পিইএমডি (টিভি-২) এবং

(৩) ইভি চার্জিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার (টিভি-৩)।

প্রতিটি প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং গবেষণাগারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে, যেগুলি ভারতে বৈদ্যুতিক গাড়ির গবেষণা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। যে সংস্থাগুলিকে এই প্রকল্পগুলির জন্য বাছাই করা হয়েছে সেগুলি হল – বম্বে আইআইটি, হায়দরাবাদের ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডভান্সড রিসার্চ সেন্টার ফর পাউডার মেটালার্জি অ্যান্ড নিউ ম্যাটেরিয়ালস, সুরাটকালের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি, কানপুর আইআইটি, বেনারসের আইআইটি-বিএইচইউ, পিলানির সিএসআইআর-সেন্ট্রাল ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং খড়্গপুর আইআইটি। এএনআরএফ-এর এই প্রকল্পগুলির জন্য ২২৭টি প্রস্তাব জমা পড়ে। এগুলির মধ্য থেকে এই সাতটি সংস্থার প্রস্তাবকে বাছাই করা হয়। সাতটি প্রকল্পের মধ্যে টিভি-১-এর জন্য দুটি, টিভি-২-এর জন্য তিনটি এবং টিভি-৩-এর জন্য দুটি সংস্থা কাজ করবে। এর ফলে, বৈদ্যুতিক গাড়ির ক্ষেত্রে স্থিতিশীল, আত্মনির্ভর এক ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠবে যা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নানা ধরনের উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করবে।

(৭ পাতার পর)

বন আমাদের ফুসফুস, বন জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করে, দুর্যোগ মোকাবিলা করে এবং প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষকে সাহায্য করে, বললেন উপ-রাষ্ট্রপতি

সচেতন হতে হবে।

পরিবেশ সচেতনতার প্রতি আহ্বান জানিয়ে উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, আমরা আমাদের মাতৃভূমি, পরিবেশ, বন, বাস্তুতন্ত্র, উদ্ভিদ এবং প্রাণী জগতের রক্ষক – এই বার্তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া আমাদের কর্তব্য। বর্তমানে আমরা পরিবেশ রক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য উদ্ভূত গুরুতর সঙ্কট মোকাবিলার উপায় খুঁজে বের করার পরীক্ষার মুখোমুখী।

সুস্থিত ভবিষ্যৎ গঠনে শিক্ষার ভূমিকার উপর জোর দেন উপ-রাষ্ট্রপতি। তিনি বলেন, তরুণ প্রজন্মকে কৌতূহলী হয়ে উঠতে হবে। নতুন জ্ঞান অর্জনের ইচ্ছাশক্তি ক্রমশ বাড়াতে হবে। উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, পড়ুয়ারা বর্তমানে যে বিষয়টি নিয়ে পড়াশোনা করছেন, তাতে চিকিৎসা ও উৎপাদনের মূল চাবিকাঠি রয়েছে। প্রতিষ্ঠানের প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রশংসা করে উপ-রাষ্ট্রপতি বলেন, এই ধরনের পরিবেশ শ্রেণীকক্ষের পরিবেশকেই বদলে দেয়। এখানকার দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কর্ণাটকের রাজ্যপাল শ্রী থাওয়ার চাঁদ গেহলট, কর্ণাটক বিধানসভার চেয়ারম্যান শ্রী বাসবরাজ এস হোরাট্টি, ধারোয়ার কৃষি বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা।

সিনেমার খবর

আগামী ছুটি কাশ্মীরেই কাটাব: সুনীল শেট্টি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখার স্বপ্ন দেখেন প্রায় প্রত্যেক ভারতীয়। কিন্তু কাশ্মীরের পেহেলগাম এলাকায় সন্ত্রাসী হামলার ফলে সেই স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে অনেকের। কাশ্মীরের ট্যুর ইতোমধ্যেই বাতিল করেছেন অনেকেই। তবে এই আতঙ্কের মধ্যেই এবার সবাইকে নির্ভীক থাকার বার্তা দিলেন অভিনেতা সুনীল শেট্টি।

পেহেলগাম সন্ত্রাসী হামলার মধ্যেই সুনীল শেট্টি প্রত্যেককে কাশ্মিরে ছুটি কাটাতে যাওয়ার আহ্বান জানালেন। পাশাপাশি আগামী ছুটিতে তিনি যে নিজেও কাশ্মিরে যেতে চান, সে কথাও বললেন।

সম্প্রতি লতা দিনানাত মঙ্গেশকর পুরস্কার ২০২৫ অনুষ্ঠানের ফাঁকে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অভিনেতা বলেন, 'এই মুহূর্তে প্রত্যেক ভারতবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। যারা ভয় এবং ঘৃনা ছড়ানোর চেষ্টা করছে, তাদের দিকে কর্ণপাত না করে সবাইকে একসঙ্গে লড়তে হবে। আমাদের দেখাতে হবে, কাশ্মীর আমাদের ছিল, আছে এবং থাকবে।'

সুনীল বলেন, 'আমাদের প্রত্যেককে এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আগামী ছুটিতে আমরা কাশ্মীরেই ঘুরতে যাব। জঙ্গিদের দেখাতে হবে যে আমাদের ভয় দেখানো এত সোজা নয়। আমরা কোনও কিছুতেই ভয় পাব না। কাশ্মীর বয়কট করা কোনও সমাধান নয়।'

অভিনেতা আরও বলেন, আমি নিজে থেকে কতৃপক্ষকে ফোন করে জানিয়েছি, আপনাদের যদি মনে হয় যে আগামী দিনে আমাদের ওখানে যাওয়া উচিত তা ছুটি কাটাতে হোক বা শুটিং করতে, তাহলে আমরা অবশ্যই আসব। জঙ্গিদের ভয়ে আমরা কিছুতেই পিছিয়ে আসব না।

প্রসঙ্গত, গত ২২ এপ্রিল পেহেলগাম এলাকার বৈসরন উপত্যকায় জঙ্গিদের হামলায় নিহত হয়েছেন ২৬ জন পর্যটক, যাদের মধ্যে ২৫ জন ভারতীয় এবং একজন নেপালি। আহত হয়েছেন আরও বেশ কয়েকজন। নিহত এবং আহতদের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে ভারত সরকার।

শাহরুখের প্রাক্তন দীপিকা, সুহানা তাদের মেয়ে!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বলিউড বাদশা শাহরুখ খান আসছেন নতুন ছবি 'কিং' নিয়ে। ছবিতে তাকে দেখা যাবে মেয়ের চরিত্রে সুহানা খানের সঙ্গে। তবে সবচেয়ে বড় চমক, দীপিকা পাড়ুকোন থাকছেন শাহরুখের প্রাক্তন প্রেমিকা এবং সুহানার মায়ের ভূমিকায়।

প্রথমে শোনা গিয়েছিল, ছবিটি পরিচালনা করবেন সুজয় ঘোষ। তবে পরে ক্যামেরার পেছনে দাঁড়িয়েছেন 'পাঠান'খ্যাত পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দ। ছবিতে পারিবারিক আবেগ, প্রেম, অতীত আর ভবিষ্যৎ। সবকিছু একসঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

সূত্র জানায়, দীপিকার চরিত্রটি ক্যামিও হলেও তা হবে ছবির সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। শাহরুখ নিজেও মজার ছলে বলেন, "দীপিকাই তো আমার প্রাক্তন প্রেমিকা, সুহানার মা।"

আগামী মাস থেকে দীপিকার শুটিং পর্ব শুরু হচ্ছে। এরই মধ্যে সুহানার সঙ্গে তার একাধিক দৃশ্যের মহড়া শেষ হয়েছে।

শাহরুখ ছবির জন্য পুরোনো বাজেট রেকর্ড ভেঙে নতুন মাইলফলক তৈরি করেছেন। 'কিং'-এর মাধ্যমে আবারও বড় পর্দায় ভিন্ন ধাঁচের গল্প উপহার দিতে চলেছেন তিনি।

কিয়ারাকে কোটি টাকার উপহার সিদ্ধার্থের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বলিউডের তারকা দম্পতি সিদ্ধার্থ মালহোত্রা ও কিয়ারা আদভানির ঘর আলো করতে আসছে নতুন সদস্য। এরইমধ্যে অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে খুশি করতে দামী উপহার দিলেন হবু বাবা। কিয়ারাকে ঠিক কত দামের উপহার দিলেন সিদ্ধার্থ?

ভারতীয় গণমাধ্যমের খবর, হবু মা কিয়ারাকে একটি লাক্সারি গাড়ি উপহার দিয়েছেন সিদ্ধার্থ মালহোত্রা। আর সেই গাড়ি হল টয়োটা ভেলফায়ার। বলিউডের অনেক তারকারাই এই গাড়ি ব্যবহার করেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন অজয় দেবগন, অনিল কাপুর, ঐশ্বরিয়া রাই, কৃতি শ্যানন, অক্ষয় কুমার ও আমির খান। জানা গেছে, এই গাড়ির দাম ১.১২ কোটি টাকা।

২০২৫ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি মা হতে চলার ঘোষণা করেন অভিনেত্রী। তবে কিয়ারা ও সিদ্ধার্থ সন্তান আসার খবর দিলেও, কবে ডেলিভারি বা প্রেগন্যান্সির কত মাস চলছে, তার কিছুই জানাননি।

শেরশাহ ছবিতে কাজ করার সময় সম্পর্কে জড়ান সিদ্ধার্থ মালহোত্রা ও কিয়ারা আদভানি। যদিও সম্পর্ক নিয়ে প্রকাশ্যে তেমন কথা বলেননি তারা। ২০২৩ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি রাজস্থানে বিয়ে করেন তারা।

প্রভসিমরানের মাঝে ধোনির ছায়া খুঁজে পাচ্ছেন ম্যাথু হেইডেন!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

আইপিএল ফ্রাঞ্চাইজি পাঞ্জাব কিংসের ওপেনার প্রভসিমরান সিংকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ওপেনার ম্যাথু হেইডেন। তিনি বলেছেন, প্রভসিমরানের মধ্যে তিনি ধোনির ছায়া খুঁজে পাচ্ছেন।

হেইডেনের কথায়, "ওর মধ্যে ব্যাটিংয়ে বড় শট খেলার ব্যাপক সক্ষমতা রয়েছে। ২০১০ সালে তরুণ মহেন্দ্র সিং ধোনি শেষের ওভারগুলোয় বড় বড় ছক্কা মারতেন। সেই একইধরনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে আজকের প্রভসিমরানের মধ্যেও। ওর ব্যাটের স্পিন যেমন খুবই দ্রুত, তেমনই নিজেকে ভালো ভিতও দিতে পারে ও। ওর মধ্যেও ভীতিহীন মানসিকতা রয়েছে, আর কম উচ্চতার ক্রিকেটার হওয়ায় মাটিতে রেখে শট খেলার ক্ষেত্রেও ছোট ছোট ফাঁক তৈরি করতে পারে প্রভসিমরান।"

চেন্নাই সুপার কিংসের সাবেক এই ক্রিকেট ব্যক্তিত্ব আরও বলেন, "প্রভসিমরানের আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ের জন্যই প্রতিপক্ষ লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস (এলএসজি) বোলাররা ভুল করে ফেলছিলেন, অর্থাৎ বোলারদের চাপে রেখেছিল ও। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দাপটের সঙ্গে খেলে পাঞ্জাবের এই ওপেনিং ব্যাটার। যখন সে ৯১ রানের ইনিংসের পর আউটও হলো, তখনও তার মধ্যে ছিল হাসি। অর্থাৎ শতরান মিসের থেকেও দর্শকদের যে আনন্দ ও দিতে পেরেছেন, এটাই ছিল তার কাছে তৃপ্তির বড় বিষয়।"

লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসকে ৩৭ রানে হারিয়ে আইপিএলের প্লে-অফে খেলার স্বপ্ন উজ্জ্বল করেছে পাঞ্জাব। অন্যদিকে এই হারে প্লে-অফ খেলার স্বপ্ন অনেকটাই ফিকে হয়ে গেল লক্ষ্ণৌর। ১১ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে পাঞ্জাব। সমান ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে সাতে লক্ষ্ণৌ। লিগ পর্বের শীর্ষ চারটি দল সুযোগ পাবে প্লে-অফে।

ওপেনার প্রভসিমরানের ৪৮ বলে করা ৯১ রানের ইনিংসে ভর করে ৫ উইকেটে ২৩৬ রান করে পাঞ্জাব। রান তাড়ায় ৭ উইকেটে ১৯৯ রান করতে পারে লক্ষ্ণৌ। শুধু প্রভসিমরানই নন, পাঞ্জাবের জয়ে বড় ভূমিকা রেখেছেন পেসার অর্শদীপ সিংও। নিজের প্রথম তিন ওভারে মাত্র ১০ রান দিয়ে এই বাঁহাতি পেসার তুলে নেন মিচেল মার্শ, এইডেন মার্করাম ও নিকোলাস পুরানের উইকেট। পঞ্চম ওভারে ২৭ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে ফেলা লক্ষ্ণৌ এরপর শুধু ব্যবধান কমানোর জন্যই খেলতে পেরেছে। প্রথম স্পেলে ৩ উইকেট নেওয়া অর্শদীপ শেষ পর্যন্ত ৪ ওভারে দিয়েছেন ১৬ রান।

লক্ষ্ণৌর হয়ে সর্বোচ্চ ৭৪ রান করেছেন আয়ুশ বাদোনি। পাঁচে নামা ব্যাটসম্যানের ৪০ বলের ইনিংসটি সাজানো ৫টি করে চার-ছক্কায়। এছাড়া সাতে নেমে ২৪ বলে ৪ ছক্কায় ৪৫ রান করেছেন আবদুল সামাদ।

এর আগে প্রথম ওভারেই প্রিয়াংশ আর্যকে (১) হারায় পাঞ্জাব। এরপর জশ ইংলিস (১৪ বলে ৩০) ও শ্রেয়াস আইয়ারের (২৫ বলে ৪৫) সঙ্গে ৪৮ ও ৭৮ রানের দুটি জুটি গড়েন প্রভসিমরান। ৬ চার ও ৭ ছক্কায় ৯১ রান করা প্রভসিমরান পঞ্চম উইকেটে শশাঙ্ক সিংকে নিয়ে ২১ বলেই যোগ করেন ৫৪ রান। শশাঙ্ক অপরাজিত ছিলেন ১৫ বলে ৩৩ করে।

'সম্ভবত এটি ছিল আমার শেষ মাদ্রিদ ওপেন'

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

সার্বিয়ান কিংবদন্তি নোভাক জোকোভিচের বয়স হয়েছে ৩৭ বছর। বেশি দিন যে খেলবেন না সেটার আগাম ইঙ্গিতই হয়তো দিয়ে দিলেন তিনি। মাদ্রিদ ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে ইতালির মাত্তেও আরনালদির কাছে পরাজিত হওয়ার পর, তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, হয়তো এটি ছিল তার মাদ্রিদ ওপেনে শেষ অংশগ্রহণ।

টুর্নামেন্টের তিনবারের চ্যাম্পিয়ন জোকোভিচ শনিবার ৬-৩, ৬-৪ গেমে হারেন আরনালদির কাছে। এর আগে তিনবার (২০১১, ২০১৬, ২০১৯) মাদ্রিদ মাস্টার্সের শিরোপা জিতেছেন জোকোভিচ। এবার বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ের ৪৪ নম্বরে থাকা আরনালদির বিপক্ষে প্রায় ঘণ্টা দেড়েকের লড়াইয়ে পরাজিত হন।

এই পরাজয় তার টানা তৃতীয় হার এবং চলতি মৌসুমে প্রথম রাউন্ড থেকে দ্বিতীয়বারের মতো বিদায়ের হতাশা। ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, "আমি নিশ্চিত নই যে ভবিষ্যতে মাদ্রিদে ফিরে আসবো কিনা। সম্ভবত এটি ছিল আমার শেষ মাদ্রিদ ওপেন।"

এই বছরেই মায়ামি ওপেনেও অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত হয়েছেন জোকোভিচ, পরে মন্তে কার্লোতেও দ্বিতীয় রাউন্ডে বিদায় নিয়েছেন। টানা তিনটি পরাজয়ের পর তিনি জানান, "এভাবে হারলে তো ভালো লাগবে না, তবে কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে এই বছর যেখানে প্রথম রাউন্ডেই হেরে গেছি।"

তবে, মাদ্রিদে নিজেকে উপভোগ করার কথাও বলেছেন তিনি, যদিও তিনি মানছেন, তার আগের টেনিস পারফরম্যান্স আর নেই। "এখন যে মানে আমার টেনিস থাকার কথা, সেখানে তা নেই। তবে আমি ভালো খেলোয়াড়ের কাছে হেরেছি, আর এটি বাস্তবতা।"

২০০৬ সালে মাদ্রিদ ওপেনে প্রথম অংশগ্রহণের পর, তিনি এখানে তিনটি শিরোপা জিতলেও, এবার মনে হচ্ছে এটি তার শেষ ম্যাচ হতে পারে। তিনি আরও বলেন, "হয়তো আমি আবার ফিরবো, কিন্তু হয়তো একজন খেলোয়াড় হিসেবে নয়। আমি আশা করি না, তবে কিছুই বলা যায় না।"

গত বছর বড় চারটি টুর্নামেন্টের মধ্যে তিনটি জয়লাভের পর, জোকোভিচ ২০২৫ সালে তার পুরোনো ফর্ম ফিরে পাননি। ইয়ানিক সিনার এবং কার্লোস আলকারাজের কাছে শিরোপা চলে যাচ্ছে, তবে তিনি নিজেই তা স্বীকার করেছেন, "এটি নতুন বাস্তবতা। এখন ম্যাচ জেতার জন্য লড়ছি, আর বেশি দূর যাওয়ার কথা ভাবছি না।"

জোকোভিচের এই উক্তি, তার দীর্ঘ পেশাদার ক্যারিয়ারের শেষের দিকে চলে আসার একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত।

২০২৬ আইপিএলে খেলবেন ধোনি, বললেন সুরেশ রায়না

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

চলতি আইপিএলে দশম স্থানে অবস্থান করছে চেন্নাই সুপার কিংস। ৯টি ম্যাচ খেলে মাত্র ২ জয়ে পয়েন্ট তালিকার একদম নিচে অবস্থান করছে দলটি। কিছুতেই যেন জয়ের দিকে এগোতে পাচ্ছে না তারা। সেটা অধিনায়ক বদলেও হয়নি।

এই পরিস্থিতিতে চেন্নাই অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। তবে চেন্নাইয়ের সাবেক ব্যাটসম্যান সুরেশ রায়না মনে করেন, ধোনি আগামী মৌসুমেও খেলবেন।

সম্প্রতি স্পোর্টস উপস্থাপক যতীন সাপ্রুর ইউটিউব চ্যানেলে এক ভিডিওতে সুরেশ রায়না বলেন, 'আশা করি পরের মৌসুমে চেন্নাই ভালো পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নামবে। আর ধোনি অবশ্যই আরও এক মৌসুম খেলবেন।'

চলতি মৌসুমে চেন্নাইয়ের পারফরম্যান্স বিশ্লেষণ করে রায়না বলেন, 'ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং-প্রতিটি বিভাগেই দল খুব বাজেভাবে খেলেছে। পরের মৌসুমের ভিত্তি গড়ে তুলতে হবে নিলামে।'

নিলামে ধোনির ভূমিকা নিয়ে রায়না বলেন, 'সবসময় বলা হয় ধোনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু বাস্তবতা হলো, আমি কখনও নিলামের অংশ হইনি, এমনকি ধোনিও খুব বেশি জড়িত থাকেন না। হয়তো ৪-৫ জন খেলোয়াড়ের নাম দেন যাদের তিনি চান, তাদের মধ্যে কাউকে রাখা হয়, আর কাউকে না। মূল সিদ্ধান্ত নেয় কোর গ্রুপ।'

ধোনি নিজেও এবারের মৌসুমে ব্যাট হাতে বড় কিছু করতে পারেননি, তবে রায়নার মতে ৪৩ বছর বয়সী একজন খেলোয়াড়ের কাছ থেকে বেশি কিছু প্রত্যাশা করা ঠিক নয়। তিনি বলেন, 'ধোনি কেবল তার নাম, ব্র্যান্ড, এবং ভক্তদের জন্য খেলছেন-তা-ও পুরো চেষ্টা দিয়ে। উইকেটকিপিং করছেন, দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, নিজের সেরাটা দিচ্ছেন। কিন্তু বাকি দশজন কী করছে? যারা ১৮ কোটি, ১৭ কোটি, ১২ কোটির চুক্তিতে খেলছে-তারা অধিনায়কের জন্য কী করছে?'

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR